গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.৩৩.০৪৩.১৫-২৪৭ তারিখঃ ০৩-০৫-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৩২তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ১১(ঘ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ২২.০০.০০০০.০৬৬.৫৫.০২০.১৪-১৯৮, তারিখ ২৪-০৪-২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র বিগত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"বন ও পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে বনের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অবহিত করা সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"

০২। এমতাবস্থায়, সূত্রস্থ পত্রখানা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

নং..................তাং.......................
নিঃপ্রঃ, প্রঃওসং/তদন্ত/এস্টেট এন্ড ল অফিসার
ব্যবস্থা নিন/আলাপ করুন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ মাহবুবের রহমান)
উপপ্রধান (এডিপি)
ফোন-৯৫১৪২৬৬
E-mail : nfmjmz@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, ঢাকা
২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
৪। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা

জরুরী/অতীব জরুরী
১ উঃবিঃপ্রঃ
২ সহঃ প্রকৌঃ
৩ প্রঃসং-১/২/৩
৪ বিঃহিঃবঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
খসড়া উপস্থাপন করুন
আলাপ করুন

নিঃপ্রঃ (সওজ)
প্রশাসন ও সংস্থাপন

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪-৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

এম এস ডব্লিউ স্মারক নং
তারিখঃ

তঃপ্রঃ,সওজ, প্রশাঃ ও সংঃ/এমআইএস/
এইচডিএম/আরএইচডিটিসি/ এস্টেটস/
পরিঃনিঃ ও হিঃ/ সিঃ সিঃ এনঃ সিঃ।

প্রঃ কঃ অতিঃ প্রঃ প্রঃ

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৬৬.৫৫.০২০.১৪-২১৮ তারিখঃ ২৪ এপ্রিল ২০১৭।

বিষয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৩২তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ১১(ঘ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র বিগত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম সভায় গৃহীত অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত ১১(ঘ) নিম্নরূপঃ

"বন ও পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে বনের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্র্যণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অবহিত করা সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।"

০২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, উক্ত সুপারিশ তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ জসিম উদ্দিন)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৪৪১৮
Email: forest1@moef.gov.bd

বিতরণ ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, সড়ক যোগাযোগ ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। উপ-সচিব ও কাউন্সিল অফিসার, বাজেট অধিশাখা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

উপপ্রধান (পরিঃ ও কার্যঃ)-এর দপ্তর
সহকারী প্রধান (কার্যঃ ও এডিপি)
সহঃ প্রধান (পরিঃ/বৈঃ সহায়তা)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ডায়েরী নম্বরঃ ২৮২
তারিখঃ ২৭/০৪/১৭
স্বাক্ষরঃ

25 APR 2017

D:\Arafat Forest\Letter Bangla-2017 (Arafat).doc

একই নম্বর এবং তারিখের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে।

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা

বিষয়: ১০ম জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২ তম বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ম জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৯/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত ৩২ তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নরূপ:

১১ (খ) মাননীয় সদস্যগণের বিদেশ সফর সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে প্রেরিত সার-সংক্ষেপসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

১১। (গ) পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এর আওতাধীন নির্মিতব্য মাতারবাড়ী-মেঘনাঘাট-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপনে চট্টগ্রামের মিরসরাই এলাকাস্থ বনাঞ্চল এবং রাবার বাগানের ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কোন বিকল্প পথ থাকলে সে বিকল্প গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১১ (ঘ) বন ও পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে বনের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অবহিত করার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

০২. উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২৩/০৪/২০১৭ খ্রি: মধ্যে (সফট্ ও হার্ড কপিসহ) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২০/০৪/১৭

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(শিখা সরকার)
উপ-সচিব ও কাউন্সিল অফিসার
ফোন: ৯৫৪০০৬৫
dsbudget@moef.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৪। যুগ্ম সচিব (বন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। উপ সচিব, (বন-১ অধিশাখা)/(বন শাখা-২)/(বন শাখা-৩)/ (উপ প্রধান), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

নথি নং-২২.০০.০০০০.০৬৯.০৯.০৩৬.১৬/৯৮

তারিখঃ ২০/০৪/২০১৭

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৪

নং-১১.০০.০০০০.৭১৪.২৫.০০৮.১৪.৩৭৩

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪২৪ / ২০ এপ্রিল ২০১৭

বিষয়ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৩২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

১০ম জাতীয় সংসদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৩২তম বৈঠক গত ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় জাতীয় সংসদ ভবনের ৩নং স্থায়ী কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের কার্যবিবরণীর ০১ (এক) সেট কার্যবিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(এবিএম. বিল্লাল হোসেন)
সহকারী সচিব(কমিটি-১৪)
ফোনঃ ৯১২৫৩৮৬
Committee.14@Parliament.gov.bd

বিতরণ:

সদয় কার্যার্থে:

১। জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্মুদ, সভাপতি, ২৮৪ চট্টগ্রাম-৭, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
২। জনাব আনোয়ার হোসেন, সদস্য, ১২৮-পিরোজপুর-২, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৩। জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, সদস্য, ১১৮ ভোলা-৪, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৪। জনাব নবী নেওয়াজ, সদস্য, ৮৩ ঝিনাইদহ-৩, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৫। জনাব মোহাঃগোলাম রাব্বানী, সদস্য, ৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ -১, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৬। জনাব মোঃ ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী, সদস্য, ২৩০ সিলেট-২, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৭। জনাব টিপু সুলতান, সদস্য, ১২১ বরিশাল-৩, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৮। জনাব মজিবুর রহমান চৌধুরী, সদস্য, ২১৪ ফরিদপুর-৪, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
৯। জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী, সদস্য, ৫ ঠাকুরগাঁও-৩, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
১০। বেগম মেরিনা রহমান, সদস্য, ৩৪৬ মহিলা আসন-৪৬, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
১১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। কাউন্সিল অফিসার, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গোপনীয়

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৪
ফোন : ৯১২৫৩৮৬
www.parliament.gov.bd
E-mail: committee.14@parliament.gov.bd

বিষয় : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী।
তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : বুধবার, বেলা ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান : ৩নং স্থায়ী কমিটি কক্ষ, ৭ম লেভেল, দক্ষিণ-পূর্ব ব্লক, সংসদ ভবন, ঢাকা।
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহ্মুদ ।

২। কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক নং	মাননীয় সদস্যের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা নং
১।	জনাব আনোয়ার হোসেন মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য	১২৮ পিরোজপুর-২
২।	জনাব নবী নেওয়াজ	সদস্য	৮৩ ঝিনাইদহ-৩
৩।	বেগম মেরিনা রহমান	সদস্য	৩৪৬ মহিলা আসন-৪৬

৩। কমিটিকে সহায়তাদানের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ইসতিয়াক আহমদ, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নূরুল করিম, প্রধান বন সংরক্ষক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিচালক (গ্রন্থাগার ও গবেষণা) ও কমিটি সচিব জনাব মোশতাক আহ্মদ, সহকারী সচিব (কমিটি শাখা-১৪) জনাব এবিএম. বিল্লাল হোসেন, সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সহকারী পরিচালক (গনসংযোগ) বেগম নীলুফার ইয়াসমিনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ :</u>

(ক) বিগত ৩১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;
(খ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণসহ নানা কর্মকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত আলোচনা; এবং
(গ) বিবিধ।

৬। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

৭। আলোচ্যসূচি (ক) : বিগত ৩১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা :

সভাপতি বিগত ৩১তম সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কিনা, কমিটির কাছে জানতে চাইলে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ৩১তম সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৯.২ এর ২য় লাইনে ''নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন'' শব্দাবলীর পর 'ব্যাগ' শব্দটি সংযোজনের অনুরোধ করেন। আর কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৯.২ এর ২য় লাইনে ''নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন'' শব্দাবলীর পর 'ব্যাগ' শব্দটি সংযোজনসহ কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৮। <u>৩১তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা:</u>

৮.১। ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ইসতিয়াক আহমদ ৩১তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন বৈঠকে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ৩০তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত নং ৯(গ) অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের নির্ধারিত বাজেটে বড় ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় না বিধায় জলবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট স্বল্প বাজেটের ইনোভেটিভ ও ডেমোনোস্ট্রেটিভ কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের গত ২৩-৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ৯(ঘ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আইন এবং বিধি অনুসরণ করে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডকে সুপারিশ করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ২৩-৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড হতে প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি আইন-২০১০ অনুসরণ এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ এর ৬টি থিমেটিক এরিয়া অনুসারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৮.২। ৩১তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত নং ১০(খ) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৪ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব ও সচিবের একান্ত সচিবের বিদেশ সফর সংক্রান্ত প্রতিবেদন বৈঠকে উপস্থাপন করেন।

৮.৩। এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, তাঁর একান্ত সচিব কখনও তাঁর সাথে বিদেশ সফর করেননি। তিনি যদি বিদেশ সফর করে থাকেন তা সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আলাদাভাবে সফর করেছেন। তিনি আরো বলেন, সদস্যগণের বিদেশ সফর সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের ভ্রমণ ব্যয় সংসদ সচিবালয় হতে বহন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, উক্ত ভ্রমণ এবং হোটেলে অবস্থান সংক্রান্ত ব্যয় প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণ করেননি। তিনি নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ব্যয় করেছেন।

৮.৪। সভাপতি বলেন যে, তালিকা হতে দেখা যায় যে, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিবের চেয়ে সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব বেশি বিদেশে গিয়েছেন। জবাবে সচিব মহোদয় জানান যে, এক্ষেত্রে একই কর্মকর্তা এত বেশি বার বিদেশ গিয়েছেন তা নয়। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের কারণে এবং সরকারের ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে তারা বিদেশ সফর করেছেন। সভাপতি বলেন যে, বৈদেশিক অর্থায়নে কেউ যদি বিদেশ গিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে অন্য কাউকে বঞ্চিত করা হয়েছে কি না তা বিবেচ্য। তিনি আরো বলেন যে, উক্ত ভ্রমণ ব্যয়ের অর্থায়নের বিষয়ে কোথাও কোন ভুল থাকার কারণে হয়তো এ সমস্যাটির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থায়নের বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় এ সমস্যাটি হতে পারে। সচিব মহোদয় বলেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের ভ্রমণ ব্যয় সংসদ সচিবালয় হতে বহন করতে হবে মর্মে সার-সংক্ষেপে উল্লেখ ছিল। সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার-সংক্ষেপসহ মাননীয় স্পীকারের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। পরবর্তী বৈঠকে উক্ত সার-সংক্ষেপসহ বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

৮.৫। মাননীয় সদস্য জনাব নবী নেওয়াজ বলেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের বিদেশ সফরের অর্থায়নের বিষয়ে একটি জটিলতার কারণে কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছিল।

৮.৬। সিদ্ধান্ত ১০(গ) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সচিব জানান যে, অবৈধ পলিথিন উৎপাদন, পলিথিন প্যাকেজিং, পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে পলিথিন বিরোধী পক্ষ ঘোষণা পূর্বক সারাদেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত সুপারিশ অনুযায়ী আগামী ১৬-১৯ এপ্রিল ২০১৭ কে পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত পক্ষ ঘোষণাপূর্বক দেশব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর গত ১৯-৩-২০১৭ তারিখে এবং ১৪-৩-২০১৭ তারিখে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বরাবর ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত পক্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

- ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মহানগর ও জেলা শহরে পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী র‍্যালী আয়োজন;
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে পক্ষকাল ব্যাপী পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প পণ্যের মেলা আয়োজন;

- দেশব্যাপী নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, বিপণন, পরিবহন ও ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- বাজার কমিটি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সভা ইত্যাদি।

৮.৭। অতঃপর পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, রাস্তায় যানজটের সমস্যাটির কথা বিবেচনা করে মহানগরী এলাকায় র‍্যালি আয়োজনের বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।

৮.৮। সচিব মহোদয় জানান যে, স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ১নং সাব কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিত তথ্য কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্ত ১০(ঘ) প্রেক্ষিতে তিনি জানান যে, যারা পলিথিন মোড়ক ব্যবহার করে পণ্য বাজারজাত করে তাদের উপর ১% ইকো-ট্যাক্স আরোপের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সংক্রান্ত সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং দেশে বৈধ ও অবৈধ পলিথিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক সনাক্তকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা বৈঠকে উপস্থাপন করেন।

৮.৯। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, অবৈধ পলিথিন ব্যবহারের বিষয়ে সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা গেলেও কিছু কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না। কারণ পলিথিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। তাছাড়া সকল পলিথিন নিষিদ্ধ নয় এবং কোন পলিথিন কত মাইক্রন তা সবার দ্বারা পরিমাপযোগ্যও নয়। অনুরূপভাবে তিনি ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনটিও বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন।

৮.১০। সভাপতি বলেন যে, সংসদীয় কমিটি থেকে শুধুমাত্র সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়। কমিটি কর্তৃক নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সুপারিশটি করা হয়েছে। অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হয় এবং নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয় ও ধ্বংস করা হয়। এটি পরিবেশন অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। কমিটির অবজারভেশন হলো যে উক্ত দুরুহ কাজটি পরিবেশ অধিদপ্তরের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যে কারণে গত বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল যে, এ কাজের সাথে জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে জনগণকে একটি বার্তা দেওয়া যে সরকার উক্ত নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবেই এ কাজটি করছে। এখানে উক্ত কাজটি জোরদার এবং কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে মাত্র। এর বাইরে কোন কিছু করার জন্য বলা হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, কমিটির ২৯তম বৈঠকে ইট উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি বিষয়াদি পর্যালোচনা করে বাস্তবসম্মতভাবে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার পর মাননীয় মন্ত্রী নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

৯। আলোচ্যসূচি-খ ঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাস্তা, বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণসহ নানা কর্মকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত আলোচনা।

৯.১। সচিব মহোদয় বলেন যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন সাধন করে এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দেশে সড়ক, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোন সময় এ সকল কর্মকাণ্ড সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করার ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দেশের ক্রমহ্রাসমান জীব-বৈচিত্র আরও বিপন্ন হয়ে পড়ে। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংরক্ষিত বনের ভিতর দিয়ে নির্মিত রাস্তা সংরক্ষিত বন এলাকাকে খন্ডিত করে বন্যপ্রাণীর প্রজনন ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতির যান চলাচলের কারণে বন্যপ্রাণীর নিত্যনৈমিত্তিক প্রাণহানি ঘটে থাকে। সংরক্ষিত বনের ভিতর দিয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের ফলে বাদুরজাতীয় প্রাণীর প্রাণহানি ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের তার ছিড়ে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটে থাকে। সর্বোপরি সংরক্ষিত বনে উল্লিখিত কর্মকাণ্ড বন আইন, ১৯২৭ এর লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

৯.২। সভাপতি বলেন যে, অনেক সময় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ধরনের প্রস্তাব আসে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো যখন এ ধরনের বিদ্যুৎ লাইন বা রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব করে তখন তারা তাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়টিই বিবেচনা করে। পরিবেশের কথা চিন্তা করে না। এসব ক্ষেত্রে কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি কম করে উক্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে বিকল্প বিবেচনা করার পরামর্শ দেন।

৯.৩। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, রাস্তা প্রশস্তকরণ বা নতুন রাস্তা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় গাছ কাটার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়েই গাছ কাটা হচ্ছে। তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে গাছ কাটা বন্ধের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

৯.৪। সভাপতি বলেন যে, বন ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে কীভাবে কমিয়ে আনা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়া যাতে বাঁধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়টিও দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এর আওতাধীন নির্মিতব্য মাতারবাড়ী-মেঘনাঘাট-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপনে চট্টগ্রামের মিরসরাই এলাকাস্থ বনাঞ্চল এবং রাবার বাগানের ক্ষতিসহ অন্যান্য বনাঞ্চলের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন এবং রাস্তা প্রশস্তকরণ বা অন্য কোন স্থাপনা করার ক্ষেত্রে বনভূমির যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকটি বিবেচনা করে কোন বিকল্প থাকলে সে বিকল্প গ্রহণ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করতে পারে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় বন এবং পরিবেশের যাতে ক্ষতি সাধিত না হয় সে লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করার পর্যায়েই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে যেন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া বনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন বা রাস্তা নির্মাণ পরিহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিকল্প উপায় গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১০। আলোচ্যসূচি-গ ঃ বিবিধ।

১০.১। কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব নবী নেওয়াজ বিবিধ বিষয়ে সুন্দরবনের করমজলে কুমির প্রণনন কেন্দ্রে কুমিরের বাচ্চা চুরি হয়ে যাওয়ার বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং আগামীতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সে দিকে বন বিভাগের সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং উক্ত চুরির বিষয়গুলো দেখার জন্য একটি সাব কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

১০.২। মাননীয় সভাপতি বিষয়টি সময় স্বল্পতার কারণে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেন।

১১। বিস্তারিত আলোচনা শেষে বৈঠকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) ৩১তম সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক ৯.২ এর ২য় লাইনে "নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন" শব্দাবলীর পর 'ব্যাগ' শব্দটি সংযোজনসহ কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

(খ) মাননীয় সদস্যগণের বিদেশ সফর সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে প্রেরিত সার-সংক্ষেপসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

(গ) পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এর আওতাধীন নির্মিতব্য মাতারবাড়ী-মেঘনাঘাট-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপনে চট্টগ্রামের মিরসরাই এলাকাস্থ বনাঞ্চল এবং রাবার বাগানের ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কোন বিকল্প পথ থাকলে সে বিকল্প গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) বন ও পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে বনের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং রাস্তা নির্মাণসহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অবহিত করার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

১২। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৪.৫০ মিনিটে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ)
সভাপতি
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি